হাওরে বাঁধ নির্মাণঃ

সুনামগঞ্জ পাউবো'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এন.আলম মিল্টন

সুদীপ্ত চৌধুরী

২২ ডিসেম্বর ২০০৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- সুনামগঞ্জের ৩৮টি হাওরসহ বাংলাদেশের মোট ৪২৭টি হাওর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ
- পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), সুনামগঞ্জ স্থানীয় পর্যায়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি অফিস হিসেবে হাওরাঞ্চলের ফসল রক্ষার্থে ১৯৬৬ সাল থেকে বাঁধ নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করে আসছে
- সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৬.৮ লক্ষ মে.টন বোরো ফসল এবং ৩০.৭ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়
- পাউবো - সুনামগঞ্জ ডুবো বাঁধসহ অন্যান্য কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করার পরও প্রতিবছর আগাম বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে বিপুল অর্থের ফসল নষ্ট হচ্ছে
- গত ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ড় অকাল বন্যায় সুনামগঞ্জ হাওরে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার ফসলহানি ঘটেছে
- অকাল বন্যার কারণে প্রতিবছর ফসলহানির ফলে হাওরবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার প্রেক্ষাপট

সুনামগঞ্জ হাওর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

- **পেশা** : ৬৭.৫৩% জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে সম্পৃক্ত (অন্যান্য: মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পাথর কোয়ারী শ্রমিক)
- **ভূমি প্রকৃতি** : আবাদী জমি- ২,০৪,৬২৪ হেক্টর (এক ফসলি : ৬৫.৪৯%, দুই ফসলি: ২৭%)
- **শিক্ষার হার** : শতকরা প্রায় ৩৪.৪% (জাতীয় - ৪৭%)
- **শিক্ষার অবকাঠামো** : প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৮৯০ (হাওর অঞ্চলের গড়-১,০০১, জাতীয় গড়-১,২৫৬)
  মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১৮৮ (হাওর অঞ্চলের গড়- ২১৫, জাতীয় গড়- ২৮৯)
- **স্বাস্থ্যসেবা** : ডাক্তার ঃ জনসংখ্যা = ১ ঃ ৩০৯৯৮
  (হাওর অঞ্চলের গড়- ১ ঃ ১০৯৪৭)
- **যোগাযোগ** : পাকা রাস্ড়া - ১৫০ কি. মি. (হাওর অঞ্চলের গড় - ৪০০ কি. মি.)
  নৌ-পথ - ৯৮ নটিক্যাল মাইল (হাওর অঞ্চলের গড় - ২২১ নটিক্যাল মাইল)

তথ্যসুত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১, ব্যানবেইজ-২০০৫ ও নিপোর্ট-২০০৪

গবেষণার উদ্দেশ্য

হাওরে বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা হতে উত্তরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা

❑ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- হাওরে টেন্ডার ও পিআইসি পদ্ধতিতে ডুবো বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মূল্যায়ন করা
- হাওরের বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা
- বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণে সুপারিশমালা প্রদান করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

- গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস:**

  - ***মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার***

    পাউবো কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ঠিকাদার, হাওর রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগের সদস্য, নাগরিক সংহতির কর্মী, এনজিও কর্মী, পিআইসি'র সদস্য, চাষী ও স্থানীয় জনগণ এবং ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার

  - ***এফজিডি এবং দলীয় আলোচনা***

    কৃষক/মৎসজীবী, ঠিকাদার, দালাল, পিআইসি সদস্য, পরিবেশ আন্দোলন কর্মী এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার

  - ***কেস স্টাডি এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ***

- **তথ্যের পরোক্ষ উৎস:**

  বিভিন্ন ধরনের বই, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এবং সুনামগঞ্জ অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত

- **গবেষণার সময়:**

  ২০০৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত

পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কার্যক্রম ও পরিচিতি

- **কার্যাবলী:** পাউবো-সুনামগঞ্জ এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে হাওর রক্ষাকারী ডুবো বাঁধ, শহর রক্ষা বাঁধ, স্লুইস গেইট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

- **প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ড় বাস্ড়বায়িত কাজ:**

ডুবো বাঁধ (১৯৯২ সাল থেকে)	১,৩৬৭ কিলোমিটার	হাওরের সংখ্যা ৩৪ টি
'ক্লোজার ড্যাম' (১৯৮০ সাল থেকে)	৪.৫০ কিলোমিটার	
'স্লুইস গেট' (১৯৬৬ সাল থেকে)	৮৪টি	

- **জনবল** (জানুয়ারি ২০০৯):
অনুমোদিত - ৯৭ টি পদ; বর্তমানে কর্মরত- ৩৯ জন; বর্তমানে শূন্য - ৫৮ টি পদ (৫৯.৮%)

- **বাজেট এবং ব্যয় (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ড় বাৎসরিক গড়):**
  - বাৎসরিক গড় বাজেট বরাদ্দ : ১০,৬২,৯০,৪০০ টাকা
  - বাৎসরিক গড় ব্যয় : ১০,৩৬,১৬,৬০০ টাকা

তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ-২০০৯

বাঁধ ভাঙ্গার কারণ

সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতে বাঁধ ভাঙ্গার কারণ

- ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি
    - প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা
    - উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাঁধ নির্মাণ ও সমাপ্তিতে বিলম্ব
    - স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অভাব
    - নিয়ম বহির্ভূতভাবে ‘সাব-কন্ট্রাক্ট’ প্রদান
- তদারকির অভাব
- লোকবল এবং যন্ত্রপাতির অভাব
- পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বাঁধ নির্মাণ না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্মাণ পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার

নির্মাণ পদ্ধতি

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। পদ্ধতিগুলো হলো-

১. কাবিখা পদ্ধতি
২. কাবিটা পদ্ধতি
৩. উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতি
৪. পিআইসি'র মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার

১. পাউবো, সুনামগঞ্জ
২. স্থানীয় ও অস্থানীয় ঠিকাদার
৩. *'সাব-কন্ট্রাক্টর'*
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
৫. মাঠ পর্যায়ে সুপারভাইজার
৬. মাটি শ্রমিক
৭. স্থানীয় জনগণ

‘পিআইসি’ প্রক্রিয়ায় বাঁধ নির্মাণ

❑ ‘পিআইসি’

- ‘প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা- ২০০৫’ এর অধীনে ‘পিআইসি’ গঠন করা হয়।
- ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছর সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে ‘পিআইসি’ পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল

পরিচিতি	পদবী	সংখ্যা
ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য	সভাপতি	১ জন
স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তি	সদস্য	৪ জন (১ জন নারী সদস্যসহ)
গ্রাম সরকার প্রতিনিধি	সদস্য	১ জন
পাউবো প্রতিনিধি	সদস্য	১ জন (নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত)

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিপিআর এর সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে ‘পিআইসি’ গঠন করেন।
- ‘পিআইসি’ এর মাধ্যমে ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে প্রায় ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়
- পাউবো-সুনামগঞ্জ ‘পিআইসি’ এর তদারকির মূল দায়িত্ব পালন করে
- কমিটিগুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে জবাবদিহি করে

বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত সমস্যা

টেন্ডার প্রক্রিয়া

পিআইসি প্রক্রিয়া

প্রয়োজন যাচাই (এ্যাসেসম্যান্ট)

- অনুমান নির্ভর যাচাই
- ওভার এস্টিমেশন
- পর্যাপ্ত জনবলের অভাব
- পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব

বাজেট

- পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব
- বাজেট পাসে বিলম্ব করা

ঠিকাদার নিয়োগ

- স্থানীয় ঠিকাদার
- দায়বদ্ধতার অভাব
- নিয়ম বর্হিভূতভাবে সাব-লিজ
- অনিয়ন্ত্রিত ‘লেস’ পদ্ধতি

বাস্তবায়ন

- জনগণের অংশগ্রহণের অভাব
- দরপত্র অনুযায়ী কাজ না হওয়া

‘পিআইসি’ কর্তৃক বাস্তবায়ন

- দায়বদ্ধতার অভাব
- নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করা
- সদস্যদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব

বাঁধের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

ওভার এস্টিমেশনঃ

প্রধানতঃ মাপ এবং নির্মাণ উপকরণের দামের ক্ষেত্রে 'ওভার এস্টিমেশন' করা হয়। বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ উপকরণের প্রায় ২৫০-৪০০ শতাংশ পর্যন্ড় ওভার এস্টিমেশন করা হয়।

উপকরণ	দরপত্রে উলেখিত দর	স্থানীয় বাজার দর	ওভার এস্টিমেশন (%)
বাঁশ	১৩০ টাকা (প্রতি খন্ড)	৪০-৫০ টাকা (প্রতি খন্ড)	৩০৭-৩৮০
মাটি/ শ্রমিক (প্রতি হাজার ঘন ফুট)	৪০০০-৪৫০০ টাকা	১০০০-১২০০ টাকা	৩৭৫-৪০০

টেন্ডার প্রদানে অনিয়ন্ত্রিত 'লেস'

গত দুই বছর প্রতিটি কার্যাদেশে গড়ে প্রায় ৫৫% করে 'লেস' (দরপত্রে প্রাক্কলিত উচ্চমূল্যের সাথে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদার প্রদত্ত মূল্যের পার্থক্যের শতকরা হার) দিয়ে ঠিকাদারদের কাজ পেতে হয়েছে

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে বিল তোলাঃ

অসমাপ্ত কাজের অর্থমূল্য পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার বা পিআইসি'র মধ্যে ভাগ হয়। অতিরিক্ত কাজ বা 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক'' এর ক্ষেত্রে এ অনিয়মটি বেশি পরিলক্ষিত হয়

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

‘ভেরিয়েশন’ বা ‘ইমার্জেন্সি’ কাজের নামে অনিয়ম ও দুর্নীতি

অনেক সময় পাহাড়ী ঢলের কারণে নতুন বাঁধ কিংবা পুরাতন বাঁধ হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোনো কোনো সময় নকশার অতিরিক্ত কাজ ঠিকাদারদের করতে হয় যা ‘ভেরিয়েশন’ কাজ নামে পরিচিত।

- সম্ভাব্যতা যাচাই না করে অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান
- ঘুষের বিনিময়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক ‘ভেরিয়েশন ওয়ার্ক’ এর পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ঠিকাদারদের সাথে সমঝোতা অনুযায়ী কাজের মূল্য নির্ধারণ
- বাঁধের নকশাসহ অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া
- কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত না করে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বিল উত্তোলন

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

- **দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করা:** অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদার বা 'পিআইসি' প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করেই বাঁধের কাজ সম্পন্ন করেন। এছাড়াও-
  - বাঁধে দুরমুজ না করা
  - ঘাস না লাগানো
  - বাঁশের সেল্টার না দেওয়া
  - পর্যাপ্ত মাটি না ফেলা

- **পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে দুর্নীতি:** প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তদারকির ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি হয়। এগুলো হলো-
  - ঘুষ আদায়
  - যাতায়াত খরচ বাবদ অর্থ দাবি
  - পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে ভুল তথ্য সংযোজন করা
  - ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে বিল আটকানোর হুমকি
  - মনগড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বাঁধ নির্মাণে ভৌগোলিক বাস্তবতা বিচার না করা

- এলাকার ভৌগোলিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকায় বাঁধ নির্মাণে হাওরের পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বলে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

- অপরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইচ গেট নির্মাণ করে নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টিসহ বাঁধ নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান ক্ষেত্র বিশেষে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সরকারি নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সমন্বয়হীনতার অভাবকে দায়ী করেছেন।

বাঁধ সংস্কারের দীর্ঘ প্রক্রিয়া

দরপত্র পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় ৭ মাসের অধিক সময় ব্যয়। ফলে দেখা যায়, কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই অকাল বন্যায় হাওরের ফসলহানি ঘটায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

‘ওভার এস্টিমেশন’ এর মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত ‘লেস’-এর সুযোগ সৃষ্টি

পাউবো কর্তৃক ‘এস্টিমেশন’ এ প্রায় ২৫০ থেকে ৪০০ শতাংশ বা ২.৫ গুণ থেকে ৪ গুণ পর্যন্ত ‘ওভার এস্টিমেশন’ হয়ে থাকে। এ কারণে ঠিকাদাররা গড়ে ৫৫% ‘লেস’ এ কাজ নিয়েও লাভবান হন

অনিয়ম ও দুর্নীতির অন্যান্য ধরন:

- বাঁধের নিকটবর্তী স্থানের মাটি ব্যবহার
- নিজেরা কাজ না করে কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা ‘সাব-কণ্ট্রাক্ট’ দিয়ে দেওয়া
- অতিরিক্ত লাভের আশায় কাজের ব্যাপ্তি কমিয়ে দেওয়া
- ভুয়া কাগজপত্র সংযুক্ত করা
- স্বজনপ্রীতি
- নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু না করা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুপারিশমালা

পাউবো-সুনামগঞ্জ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুপারিশ

১. ডুবো বাঁধের স্থান নির্ধারণ, ডুবো বাঁধ ও সুইস গেট নির্মাণ, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, বাজেট প্রাক্কলন এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিবীক্ষণ সম্পর্কে এলাকার মানুষকে অবহিত করতে হবে।

৩. বাঁধের নকশা, নির্মাণ কাল, নির্মাণ স্থান, নির্মাণ ব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ 'সোশ্যাল অডিট' (সামাজিক নিরীক্ষা) ও 'বাজেট ট্র্যাকিং' (বাজেট পর্যবেক্ষণ) করে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিটি টেন্ডার প্রদানের পূর্বে সততা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের সাথে পাউবো-সুনামগঞ্জ 'সততার অঙ্গিকার/চুক্তি' সম্পাদন ও তা কার্যকর করবে।

৫. পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং ঠিকাদার বাঁধের ঢাল এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘাস এবং উপযুক্ত গাছের আচ্ছাদন সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁধের মাটির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করবে।

সুপারিশমালা

৬. ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন প্রতিটি কাজ সম্পর্কে তথ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নাম নির্ধারিত প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বিলবোর্ডে স্থাপন করতে হবে।

৭. নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু এবং শেষ করার লক্ষ্যে পাউবো- সুনামগঞ্জ'কে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

৮. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রাক্কলন, বাঁধ নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পাউবো-ঢাকার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

❑ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সুপারিশ

৯. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনোরূপ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে অনুসন্ধান সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উলেখযোগ্য আর্থিক জরিমানা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে ভালো কাজের জন্য তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।

১০. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর সরকারের নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। তাদের আয়ের বৈধ উৎসের সাথে সম্পত্তির পরিমাণের অসংগতি প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে হবে।

সুপারিশমালা

১১. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১২. হাওর এলাকায় ডুবো বাঁধ নির্মাণের বাস্তবতায় 'পিআইসি' পদ্ধতিকে বিবেচনা করতে হবে এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে।

১৩. ওভার এস্টিমেশন রোধ কল্পে এলাকাভিত্তিক বাজারদর বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করতে হবে। এক্ষেত্রে ৫%-১০% কম-বেশির সুযোগ রাখা যেতে পারে।

১৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিয়মিত টেকনিক্যাল/ফিজিক্যাল অডিট করতে হবে।

১৫. হাওর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আন্তঃহাওর পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর সহায়তায় হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে অতি দ্রুত জনগণ এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সমন্বিত মাস্টার প্যান প্রণয়ন করতে হবে।

১৭. হাওরের প্রকৃতি-পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় এ অঞ্চলকে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা করে সমন্বিত এবং '*হাওর বান্ধব*' নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৮. হাওর এলাকায় অতি বা অকাল বন্যা হতে সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অতি দ্রুত সুরমা নদীর উৎসমুখে ড্রেজিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন